প্রথম আলো

তারিখ ... 6 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৫ ...

নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকাল কলেজছাত্রী

বগুড়া প্রতিনিধি ●

মেয়েটির ইচ্ছা পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। অথচ উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করেছিলেন অভিভাবকেরা। তবে তার ইচ্ছা আর সাহসের সামনে তা টেকেনি। উপজেলা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে এ বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দিয়েছে সে।

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের চকজোড়া হিন্দুপাড়া (কামারপাড়া) গ্রামের এ কলেজছাত্রীর নাম বীথি রানী রায়। পড়ছে বগুড়ার সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণিতে। এসএসসি পরীক্ষা পাসের সনদ অনুযায়ী মেয়েটির বয়স এখন ১৬ বছর দুই মাস।

বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়ে খুশি বীথি রানী মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াব, সব সময় এই স্বপ্ন দেখি। কিন্তু মা-বাবা না বুঝেই আমাকে বাল্যবিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। ইউএনও স্যারের হস্তক্ষেপে বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়ে নতুন জীবন পেয়েছি।'

বাবা বিমল চন্দ্র রায়ও বলেছেন, 'মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করা উচিত হয়নি। ভুল বুঝতে পেরে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে অঙ্গীকার করেছি।'

উপজেলা প্রশাসন ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, মেয়ের মতামত উপেক্ষা করেই বাবা বিমল চন্দ্র তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করেছিলেন। বর কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার রতনপুর গ্রামের কার্তিক বিশ্বাসের ছেলে জয়দেব বিশ্বাস। ১০ জুলাই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল। মেয়েটি এ বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রথমে মা-বাবার কাছে আকুতি-মিনতি করে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁদের মন গলছিল না। শেষমেশ গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে সে শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে হাজির হয়। সব কথা খুলে বলে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে বিয়ে ঠেকাতে ইউএনওর সহায়তা চায়। নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকানোর এমন সাহস দেখে অভিভূত হন ইউএনও মো. কামরুজ্জামান। তিনি মেয়েটিকে অভয় দেন। এরপর মেয়েটি নিজেই ইউএনওর কাছে মা-বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে।

অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ইউএনও হাজির হন মেয়েটির বাড়িতে। তিনি প্রথমে মেয়েটির বাবা বিমল চন্দ্র রায় এবং মা মুক্তা রানী রায়কে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এতেও তাঁরা অনড় থাকায় ইউএনও ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জেল-জরিমানার প্রস্তুতি নেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁরা অবস্থান বদলান। বিমল চন্দ্র মেয়ের বাল্যবিবাহ দেবেন না বলে মুচলেকা দেন।

ইউএনও কামরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, শাজাহানপুর উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তাসহ সবার সামনে বিমল চন্দ্র মেয়েকে বাল্যবিবাহ না দেওয়ার অঙ্গীকার করে লিখিত মুচলেকা দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত বদলে বিয়ের উদ্যোগ নিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর